৬

তারিখ ..10 OCT 1993
পৃষ্ঠা... ১২ ...কলাম ১...

দৈনিক সংবাদ

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মুট কোর্টের দৃশ্য। —সংবাদ

ক্যাম্পাসে আদালত

।। হাফিজুর রহমান কার্জন ।।

যদি প্রশ্ন করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কি কোন আদালত আছে? স্বাভাবিক উত্তর হবে, না। কিন্তু এই স্বাভাবিক উত্তরটাই আইন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটু বেখাপ্পা লাগবে। কেননা আইন বিভাগে বিধিবদ্ধ কোন আদালতের অস্তিত্ব না থাকলেও একটি কল্পিত আদালত (মুট কোর্ট) রয়েছে। প্রতিবছরে এই কল্পিত আদালতের ১২টি সেশন হবার কথা থাকলেও নানা কারণে এর নিয়মিত সেশন বসে না। তারপরও যে সেশনগুলো অনুষ্ঠিত হয় সেগুলো থাকে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ, উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনায় মুখরিত। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের বিপুল আগ্রহে এক একটি মুট কোর্ট সেশন হয়ে ওঠে আইন বিভাগের সম্মিলিত ঐক্য, আন্তরিকতা ও উদ্যমের মূর্ত প্রতীক।

প্রতি মুট কোর্ট সেশনে আইন বিভাগের সেমিনার কক্ষকে সাজানো হয় আদালতের আদলে। সম্মানিত কয়েকজন বিচারপতি আসন গ্রহণ করেন। বিচারপতিদের ডানে থাকেন বাদীপক্ষের আইনজীবীরা। বামে থাকেন বিবাদীপক্ষের আইনজীবীরা। এই আইনজীবীরা কোন পেশাদার আইনজীবী নন। এরা সবাই আইন বিভাগের ছাত্রছাত্রী। বাদী এবং বিবাদীপক্ষের আইনজীবীদের আগেই মামলার বিষয়বস্তু সরবরাহ করা হয় এবং এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পরে তারা বিচারপতিদের সামনে মামলার পক্ষে–বিপক্ষে তাদের আইনসম্মত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। তাদের ব্যক্তিগত দক্ষতা অনুযায়ী বিচারপতিরা তাদের প্রতিযোগিতামূলক স্থান নির্ধারণ করেন। সংক্ষেপে এটাই হচ্ছে কল্পিত আদালতের ধারণা।

আইন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য মুট কোর্ট সেশন অনুষ্ঠানের প্রথম উদ্যোগ নেন বিভাগের প্রয়াত শিক্ষক সাবেক ডীন অধ্যাপক ডঃ জেড, আই, চৌধুরী এবং অধ্যাপক ডঃ এম, এরশাদুল বারী। এজন্য তারা গঠন করেন মুট কোর্ট সোসাইটি, আইন বিভাগ। পদাধিকারবলে এই সোসাইটির বর্তমান সভাপতি হচ্ছেন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডীন আজিজুর রহমান চৌধুরী। মহাসচিব হচ্ছেন বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী। মুট কোর্ট সেশন অনুষ্ঠানের যাবতীয় খরচ বহন করে এশিয়া ফাউন্ডেশন। মুট কোর্টের প্রথম সেশন বসে '৯২ সালের ১২ই মার্চ।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল মুট কোর্টের পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম সেশন। অনুষ্ঠিত পঞ্চম ও ষষ্ঠ সেশনে বিচারপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি সুলতান হোসেন খান, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সদস্য খন্দকার আবু বকর এবং ব্যারিস্টার মতিয়ার রহমান। সপ্তম ও অষ্টম সেশনে বিচারপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন, খন্দকার আবু বকর ও ব্যারিস্টার নজরুল ইসলাম।

এ চারটি সেশনেই নির্ধারিত মামলা ছিল মঈনুদ্দীন বনাম রাষ্ট্র। এ মামলার পক্ষে–বিপক্ষে আইনসম্মত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন আইন বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র মোঃ মনিরুল ইসলাম, বদরুল ইসলাম, মোঃ আবুল বাশার, চৌধুরী হাফিজুর রহমান, চতুর্থ বর্ষের উম্মে হাবিবা সুমি, ফারজানা চৌধুরী বিন্দু, তাপস কুমার দত্ত, নাশিত মুস্তাফিজুর রহমান, সৈয়দ আজাদ সুবহানী, মোঃ মুনির শরীফ, তৃতীয় বর্ষের মিনি সালমা হক, মোঃ মিজানুর রহমান, মোঃ আরশাদ রউফ, আব্দুল্লা আল ফারুক, আইজ্যাক রবিনসন, জোবায়েদা খান, মোঃ আহসান হাবীব ও আফসান জেব। পুরো চারটি সেশন উপস্থাপনা করেন চতুর্থ বর্ষের মেধাবী ছাত্রী শামীমা আফরোজ কুসুম। কোর্ট অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ৪র্থ বর্ষের মশিউর রহমান দুলাল, কামরুল হোসেইন টিটু ও কাজী আবদুল হান্নান।